শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীহরিনাম-মাহাত্ম্য
# ও
# নামাপরাধ

*হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।*
*হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।*

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
নবদ্বীপ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"গুরুদেবে, ব্রজবনে, ব্রজভূমিবাসী জনে,
শুদ্ধভক্তে, আর বিপ্রগণে।
ইষ্টমন্ত্রে, হরিনামে, যুগল ভজন কামে,
কর রতি অপূর্ব্ব যতনে।।

ধরি মন চরণে তোমার।
জানিয়াছি এবে সার, কৃষ্ণভক্তি বিনা আর,
নাহি ঘুচে জীবের সংসার।।"

— *শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর*

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ নবদ্বীপ, নদীয়া হইতে ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীভক্তি মাধুর্য্য মঙ্গল মহারাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দসুন্দরজীউ
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
নবদ্বীপ
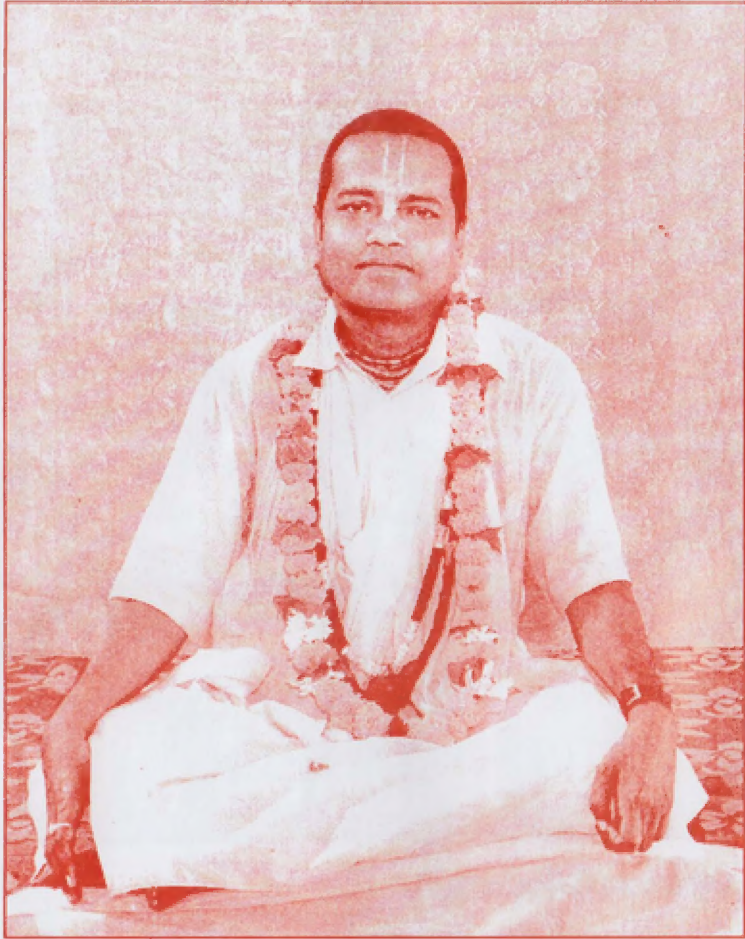
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীলভক্তি নির্মল আচার্য্য মহারাজ
(বর্তমান সভাপতি-আচার্য্য)

# প্রণাম মন্ত্র

**পূজ্য শ্রীগুরুবর্গ বন্দিত মহাভাবান্বিতায়া সদা**
**পৌর্বা পর্য্য পরম্পরা প্রচলিত প্রাজ্য প্রমূর্ত্তা কৃতেঃ।**
**ভক্তে নির্মল নির্ঝরস্য নিভৃতং সংরক্ষকং সাদরম্**
**বন্দে শ্রীগুরুদেব মানত শিরা আচার্য্য বর্য্যং নিজম।।**
**প্রেরকং প্রাচ্য পাশ্চাত্য শিষ্যানাং ভক্তিবর্ত্মনি।**
**ভক্তি নির্ম্মলমাচার্য্য স্বামিনং প্রণমাম্যহম্।।**

**অনুবাদ ঃ—** পূজনীয় শ্রীগুরুবর্গ-কর্ত্তৃক বন্দিত মহাভাব সমন্বিত রূপানুগ পরম্পরাক্রমে প্রচলিত প্রভূত প্রমূর্ত্ত দিব্যাকৃতি ভক্তির নির্মল ধারাকে নিভৃতভাবে সাদরে রক্ষণকারী আচার্য্যবর্য্য নিজ গুরুদেবকে অবনত মস্তকে বন্দনা করি।

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দেশবাসী শিষ্যগণকে ভক্তিপথে প্রেরণকারী পরমপূজনীয় স্বামী ভক্তি নির্ম্মল আচার্য্য মহারাজকে আমি প্রণাম নিবেদন করি।।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর
গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক
শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ
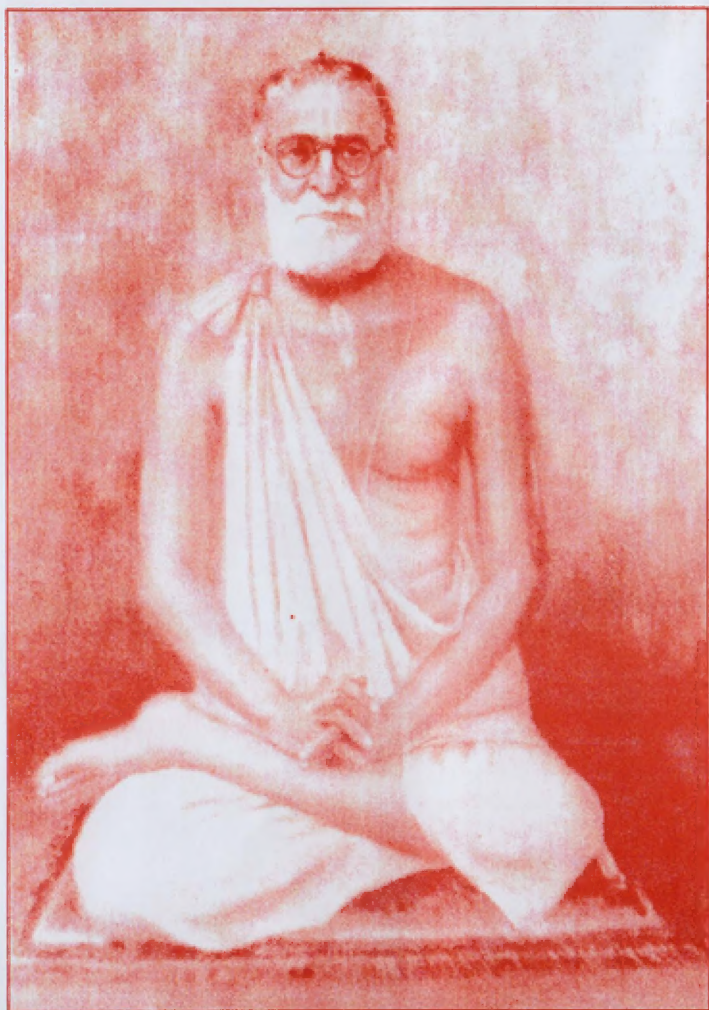
ভগবান্ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীহরিনাম-মাহাত্ম্য

## শ্রীনাম-মাহাত্ম্য

(১)

শ্রীপঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।।

(২)

শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

(৩)

সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য।।
সেইত' সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্ব যজ্ঞ হইতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার।।
(চৈঃ চঃ)

(৪)

প্রভুকহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ।।

**ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।**
**সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।।**
**কি শয়নে কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।**
**অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে।।**

(চৈঃ চঃ)

# নামের স্বরূপ

**(৫)**

পদ্মপুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বচন—

**নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।।**
**পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।।**

**অনুবাদ ঃ—** কৃষ্ণনাম— চিৎস্বরূপ চিন্তামণিবিশেষ, তাহা— কৃষ্ণ, চৈতন্য-রসের বিগ্রহস্বরূপ; তাহা— পূর্ণ অর্থাৎ মায়িক- বস্তুর ন্যায় আবদ্ধ ও খণ্ড নয়; তাহা— শুদ্ধ অর্থাৎ মায়া-মিশ্র নয়; তাহা— নিত্যমুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা চিন্ময়, কখনও জড়সমন্ধে আবদ্ধ হয় না; যেহেতু নাম ও নামীর স্বরূপে কোন ভেদ নাই।

**(৬)**

**চারি যুগের তারকব্রহ্মনাম**

**সত্যযুগে**

**নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ।**
**নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণ পরাগতিঃ।।**

**ত্রেতাযুগে**

**রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।**
**কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন।।**

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

**দ্বাপর যুগে**

**হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।**
**যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।।**

**কলিযুগে**

**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।**
**হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।**

**(৭)**

কলিযুগে নামই সর্ব্বসিদ্ধিদ—

**কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।**
**কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ।।**

**অনুবাদ ঃ—** হে রাজন্! কলির দোষরাশির মধ্যেও একটি মহান্ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষ্ণের কীর্ত্তনমাত্রেই জীব বন্ধনমুক্ত হইয়া ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।

**(৮)**

**কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।**
**দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।।**

**(শ্রীমদ্ভাগবত ১২/৩/৫১-৫২)**

**অনুবাদ ঃ—** সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, আর দ্বাপরযুগে অর্চ্চনা দ্বারা যাহা লাভ হয়, কলিযুগে কেবলমাত্র নাম-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই তাহা লাভ হইয়া থাকে।

**(৯)**

**ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।**
**যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্।।**

(পাদ্মোত্তর খণ্ডে ৪২ অধ্যায়)

**অনুবাদ ঃ—** সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতার যজ্ঞানুষ্ঠান, দ্বাপরে পরিচর্য্যা-দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে একমাত্র হরিনাম-কীর্ত্তনে অনায়াসে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

(১০)

**হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।**
**কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।**

বহন্নারদীয়ে (৩৮/১২৬)

**অনুবাদ ঃ—** কলিযুগেতে হরিনাম বিনা জীবের অন্য কোন গতি নাই; অন্য কোন গতি নাই; অন্য কোন গতি নাই; নিরন্তর হরিনামই একমাত্র গতি।

(১১)

**কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।**
**নাম হৈতে হয় সৰ্ব্বজগৎ-নিস্তার।।**
**দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম'-উক্তি তিনবার।।**
**জড় লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার।।**

(১২)

**যুগধৰ্ম্ম**

**ব্যক্ত করি' ভাগবতে কহে বার বার।**
**কলিযুগে— কৃষ্ণনাম সংকীৰ্ত্তন সার।।**
**কলিযুগে যুগধৰ্ম্ম— নামের প্রচার।**
**তথি লাগি' পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার।।**

(চৈঃ চঃ)

(১৩)

**কলিযুগে কৃষ্ণনাম—**

**ধৰ্ম্ম প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।**
**প্রেমে গায় নাচে লোক করে সংকীৰ্ত্তন।।**
**আর তিনযুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়।**
**কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায়।।**

(চৈঃ চঃ)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

(১৪)

## হরিনাম পরম বন্ধু

হরিনাম জড়জগতে মহাসৌভাগ্যবান্ পুরুষদিগের জিহ্বায় ভক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নৃত্য করেন। নামের সহিত মায়িক জগতের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। নাম স্বভাবতঃ ভগবানের সর্বশক্তিসম্পন্ন— মায়িক জগতে অবতীর্ণ হইয়া মায়াকে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হন। এই জড়জগতে বর্তমান জীববৃন্দের হরিনাম ব্যতীত আর বন্ধু নাই। অতএব বৃহন্নারদীয় পুরাণে—

**হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্।**
**কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।**

**অনুবাদ ঃ—** হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন, এই কলিকালে নাম ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই।

(১৫)

**কলিযুগের ধর্ম্ম হল নাম সংকীর্ত্তন।**
**সেই হেতু প্রভুর আজ হেথা আগমন।।**
**নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।**
**সর্ব্বমন্ত্রসার 'নাম' এই শাস্ত্র মর্ম।।**

(চৈঃ চঃ)

(১৬)

## শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নাম প্রচার

**হরে কৃষ্ণ হরে।।**
**নিতাই কি নাম এনেছে রে।**
**নিতাই নাম এনেছে, নামের হাটে,**
**শ্রদ্ধা মূল্যে নাম দিতেছে রে।।**

**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে রে।**
**হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে রে।।**
**(নিতাই) জীবের দশা, মলিন দেখে,**
**নাম এনেছে ব্রজ থেকে রে।**
**এ নাম শিব জপে পঞ্চমুখে রে**
**(মধুর এই হরিনাম)**
**এ নাম ব্রহ্মা জপে চতুর্ম্মুখে রে**
**(মধুর এই হরিনাম)**
**এ নাম নারদ জপে বীণাযন্ত্রে রে**
**(মধুর এই হরিনাম)**
**এ নামাভাসে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল রে।**
**এ নাম বলতে বল্‌তে ব্রজে চল রে।।**
**(ভক্তিবিনোদ বলে)**

**(১৭)**

হরিনাম সর্বতীর্থের অধিক; যথা বামনপুরাণে—

**তীর্থকোটীসহস্রাণি তীর্থকোটীশতানি চ।**
**তানি সর্বাণ্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানি কীর্তনাৎ।।**

**অনুবাদ ঃ—** শত সহস্রকোটি তীর্থসেবার সমগ্র ফল বিষ্ণুর নামকীর্তন হইতে লাভ করা যায়।

**(১৮)**

হরিনামের আভাসও সর্বসৎকর্মের অনন্তগুণে অধিক; যথা স্কান্দে—

**গোকোটীদানং গ্রহণে খগস্য প্রয়াগগঙ্গোদককল্পবাসঃ।**
**যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দকীর্ত্তের্ন সমং শতাংশৈঃ।।**

**অনুবাদ ঃ—** সূর্যগ্রহণে কোটী-গোদান, প্রয়াগ্-গঙ্গাদিতে কল্পকাল বাস, অযুত যজ্ঞ ও পর্বত পরিমাণ সুবর্ণদান— এইসব গোবিন্দ-কীর্তনাভাসের শতাংশের একাংশের সমও নহে।

**(১৯)**

পদ্যাবলীতে (২৯)- ধৃত
শ্রীলক্ষ্মীধরকৃত-শ্লোক—

**আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনং চাংহসা-**
**মাচণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।**
**নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যামনাগীক্ষতে**
**মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ।।**

**অনুবাদ ঃ—** বহু-সুকৃত সাধুদিগের চিত্তের আকর্ষণ-স্বরূপ, পাপনাশক, মূক ব্যতীত চণ্ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া সকল লোকের সুলভ, মুক্তিরূপ ঐশ্বর্য্যের বশকারী,— এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণনামস্বরূপ এই মহামন্ত্র রসনাস্পর্শ-মাত্রেই ফলদান করে, দীক্ষাদি সৎকার্য্য বা পুরশ্চরণ, এ সকলকে কিঞ্চিন্মাত্রও অপেক্ষা করে না।

**(২০)**

নামপরায়ণ ব্যক্তির সর্বদুঃখের উপশম হয়; যথা বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—

**সর্ব্বরোগোপশমং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্।**
**শান্তিদং সর্ব্বারিষ্টানাং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্।।**

**অনুবাদ ঃ—** অনুক্ষণ হরির নামকীর্তন সর্বপ্রকার রোগ ও উপদ্রবনাশক এবং সর্বপ্রকার বিঘ্ননাশ করেন বলিয়া মঙ্গলপ্রদ।

(২১)

হরিনামকারী ব্যক্তি কুল-সঙ্গাদি (পংক্তি) পবিত্র করেন; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

**মহাপাতকযুক্তোঽপি কীর্ত্তয়ন্ননিশং হরিম্।**
**শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা জায়তে পংক্তিপাবনঃ।।**

**অনুবাদ ঃ—** মহাপাপিষ্ঠও যদি নিরন্তর হরিকীর্তন করেন, তাহা হইলে তাঁহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া যায় ও তিনি পংক্তিপাবন হন (অর্থাৎ দ্বিজশ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন)।

(২২)

**কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।**
**যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।**

**অনুবাদ ঃ—** যাঁহার মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণ-বর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ, অপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ-পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায় যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন।

(২৩)

**'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।**
**অথবা কৃষ্ণকে তিঁহো বর্ণে নিজ সুখে।।**
**কৃষ্ণবর্ণ-শব্দের অর্থ দুই ত'প্রমাণ।**
**কৃষ্ণ বিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন।।**
**কেহ তাঁরে বলে যদি কৃষ্ণ-বরণ।**
**আর বিশেষণে তারে করে নিবারণ।।**
**দেহকান্ত্যে হয় তেঁহো অকৃষ্ণ-বরণ।**
**অকৃষ্ণবরণে তাঁর কহে পীতবরণ।।**

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

(২৪)

# জয় জয় হরিনাম

জয় জয় হরিনাম, চিদানন্দামৃতধাম,
পরতত্ত্ব অক্ষর- আকার।
নিজজনে কৃপা করি', নামরূপে অবতরি',
জীবে দয়া করিলে অপার।।
জয় 'হরি', 'কৃষ্ণ', 'রাম' জগজন-সুবিশ্রাম,
সর্ব্বজন-মানস-রঞ্জন।
মুনিবৃন্দ নিরন্তর, যে নামের সমাদর,
করি' গায় ভরিয়া বদন।।
ওহে কৃষ্ণনামাক্ষর, তুমি সর্ব্বশক্তিধর,
জীবের কল্যাণ-বিতরণে।
তোমা বিনা ভবসিন্ধু, উদ্ধারিতে নাহি বন্ধু,
আসিয়াছ জীব-উদ্ধারণে।।
আছে তাপ জীবে যত, তুমি সব কর হত,
হেলায় তোমারে একবার।
ডাকে যদি কোনজন, হ'য়ে দীন অকিঞ্চন,
নাহি দেখি' অন্য প্রতিকার।।
তব স্বল্পস্ফূর্ত্তি পায়, উগ্রতাপ দূরে যায়,
লিঙ্গভঙ্গ হয় অনায়াসে।
ভকতিবিনোদ কয়, জয় হরিনাম জয়,
পড়ে' থাকি তুয়া পদ-আশে।।

**(২৫)**

নিরপরাধে মুখ্য নামোচ্চারণের ফল—

**তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে**
**কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।**
**চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং**
**নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী।।**

(শ্রীরূপপাদানাং) (বিদগ্ধ মাধব ১/১২)

**অনুবাদ ঃ**— যখন কৃষ্ণনাম ভক্তের মুখে আবির্ভূত হয়, তখন সে পাগল হয়ে নাচতে থাকে। তার পরে, কৃষ্ণনাম এমন প্রভাব বিস্তার করে যাতে ঐ ভক্ত নিজের মুখের উপর সমস্ত কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে। তখন সে বলতে থাকে— কেবল একটা মুখে কতইবা কৃষ্ণনাম-রস আস্বাদন করব, কৃষ্ণ নামের মাধুর্য্য আস্বাদন করতে আমার লক্ষ মুখের প্রয়োজন। একটা মাত্র মুখে কৃষ্ণ নাম বলে ত' আমার আদৌ তৃপ্তি হয় না।

শ্রীকৃষ্ণনাম যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখনই হৃদয়ে নামের অপ্রাকৃতত্ব অনুভূত হয়— "কেবল দুটো কান কেন? বিধির এ কি অবিচার!! আমার ত' লক্ষ কান দরকার! তাতে হয়ত মনে একটু তৃপ্তি পেতাম— আমি ত' লক্ষ লক্ষ কান চাই কৃষ্ণ নাম শুনবার জন্য!" কৃষ্ণ নামের দিকে মন গেলে ভক্তের মনের অবস্থা এই রকমই হয়! তারপরে সে মূর্চ্ছিত হয়ে যায়; প্রেমানন্দ সাগরে হাবুডুবু খেয়ে সে নিজেকে একেবারেই হারিয়ে ফেলে। হতাশ হয়ে আবার বলে, কৃষ্ণনামের মহিমা, তার মাধুর্য্য— কিছুইত' বুঝতে পারছি না, হায় আমি কি করি?? এ নামে কত মাধুর্য্য আছে???

**"না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো"**

— এইভাবেই নামকীর্তনকারী বিহ্বল হয়ে যায়।

(২৬)

সমস্ত শ্রুতি-শাস্ত্রাদির একমাত্র লক্ষ্যবস্তু হল শ্রীহরিনামকেই আশ্রয় করা ও পরম মুক্তকুলেরও ভজনীয় বিষয়।

**নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নমালা-**
**দ্যুতিনীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত।**
**অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং**
**পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি।।**

(শ্রীরূপ-গোস্বামীকৃত শ্রীনামাষ্টকে ১ম শ্লোক)

**অনুবাদ ঃ—** হে হরিনাম! নিখিল বেদের শিরোভাগ-উপনিষদ্-রূপ রত্নমালার প্রভানিকর দ্বারা তোমার পদকমলের শেষসীমা নিরন্তর নীরাজিত হইতেছে। তুমি মুক্তকুলের (নিবৃত্ততর্ষ নারদ-শুকাদির) দ্বারা নিরন্তর উপাসিত হইতেছে। অতএব হে হরিনাম! আমি সর্ব্বতোভাবে (সর্ব্ববিধ অপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিয়া) তোমার স্মরণ গ্রহণ করিতেছি।

(২৭)

শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনে এই সম্পত্তিচতুষ্টয় বিশেষ অনুকূল বলিয়া গৃহীত—

**তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।**
**অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ।।**

**অনুবাদ ঃ—** যিনি আপনাকে তৃণাপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন। নিজে মানশূন্য হন ও অপর লোককে সম্মান প্রদান করেন তিনিই সদা হরিকীর্ত্তনের অধিকারী।

(২৮)

শ্রীকৃষ্ণ ভজনই মর্ত্ত্যজীবের অমৃতদানকারী—

**ইদং শরীরং শতসন্ধিজর্জ্জরং**
**পতত্যবশ্যং পরিণামপেশলম্।**
**কিমৌষধং পৃচ্ছসি মূঢ় দুর্ম্মতে**
**নিরাময়ং কৃষ্ণরসায়নং পিব।।**

**"সত সন্ধি জর জর, তব এই কলেবর,**
**পতন হইবে একদিন।**
**ভস্ম ক্রিমি বিষ্ঠা হবে, সকলের ঘৃণ্য তবে,**
**ইহাতে মমতা অর্ব্বাচীন।।**
**ওরে মন শুন মোর এ সত্য বচন।**
**এ রোগের মহৌষধি, কৃষ্ণনাম নিরবধি,**
**নিরাময় কৃষ্ণ রসায়ন।।"**

(২৯)

নাম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে—

**অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।**
**সেবোন্মুখে-হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।**

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২লঃ ১০৯)

**অনুবাদ ঃ**— অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রাকৃত চক্ষু-কর্ণ-রসনাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখন জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে নামাদি স্বয়ং স্ফুর্ত্তি লাভ করেন।

(৩০)

**নামসংকীর্তনং যস্য সর্বপাপপ্রণাশনম্।**
**প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্।।**

**অনুবাদ ঃ—** পাপ বলতে সকল অনর্থ, সকল অবাঞ্ছিত বস্তু, অপরাধ। জাগতিক সুখসম্ভোগ আর মুক্তি এ দুটোই অনর্থ, পাপ মধ্যে গণ্য। মুক্তিকেও পাপ ব'লে কেন বলা হয়েছে? কারণ সেও একটা অস্বাভাবিক অবস্থা। আমাদের স্বাভাবিক নৈসর্গিক কাজ হল কৃষ্ণসেবা। মুক্তিতে ত' আমরা সেবা করতে পারি না। কেবল মুক্তিটাই ত' সেবা নয়। তাই মুক্তিটাও অস্বাভাবিক বলে পাপ। আমাদের স্বাভাবিক কাজ বাদ দিয়ে তা থেকে দূরে থাকাই ত' পাপ।

(৩১)

হরিপদাশ্রিতের হরিসংকীর্ত্তনই পরমানুকূল্যবিধানকারী—

**চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বপণং**
**শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।**
**আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং**
**সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।।**

**অনুবাদ ঃ—** শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জন করে। জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-দাবানলকে নির্বাপণ করে। সন্ধ্যায় যেমন চন্দ্রের শীতলজ্যোৎস্নায় কুমুদপুষ্প বিকশিত হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণনামরূপ অমৃতধারায় হৃদয় উল্লসিত হয় এবং শেষে আত্মার অন্তর্নিহিত ভাব-সম্পদ কৃষ্ণপ্রেম জাগ্রত হয়। সেই প্রেমামৃত পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করে আত্মা প্রেমপারাবারে পরিপূর্ণ নিমজ্জিত হয়। আত্মার যাবতীয় বিভাব পরিপূর্ণ সন্তোষ লাভ করে এবং পবিত্র হয় এবং সর্বশেষে শ্রীকৃষ্ণনামের প্রভাব বিজয়লাভ করে।

(৩২)

নামে দেশকালাদির নিয়ম নাই—

**ন দেশনিয়মো রাজন্ ন কালনিয়মস্তথা।**
**বিদ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনে।।**

**কালেঽস্তি দানে যজ্ঞে চ স্নানে কালোঽস্তি সজ্জপে।**
**বিষ্ণুঃসঙ্কীর্ত্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে।।**

(হঃ ভঃ বিঃ ১১ বিঃ ২০৬ সংখ্যাধৃত-বৈষ্ণবচিন্তামণি-বাক্য)

**অনুবাদ ঃ—** হে রাজন্! বিষ্ণুর নামকীর্ত্তন-বিষয়ে কোন দেশ বা কাল-নিয়ম নাই, ইহাই নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যায়। দান ও যজ্ঞে কালনিয়ম আছে, স্নানে ও অন্যান্য জপে কালনিয়ম আছে, কিন্তু এই পৃথিবীতলে বিষ্ণুসঙ্কীর্ত্তনে কোন কালনিয়ম বিহিত হয় নাই।

**(৩৩)**

**ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।**
**নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক।।**

(হঃ ভঃ বিঃ-১১ বিঃ ২০২-সংখ্যাধৃত-বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বাক্য)

**অনুবাদ ঃ—** হে লুব্ধক! শ্রীহরির নামকীর্ত্তনবিষয়ে দেশ ও কালের নিয়ম নাই এবং উচ্ছিষ্টমুখে কিংবা কোনপ্রকার অশুচি অবস্থাতেও নিষেধ নাই।

**(৩৪)**

মন্ত্র ও মহামন্ত্র-শ্রীনামে লীলা-বৈচিত্র—

**কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।**
**কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।।**

(শ্রীচৈতন্যভাগবত-আদি ৭/৭৩)

**(৩৫)**

উচ্চকীর্ত্তনে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা যুগপৎ সাধিত হয়—

**পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।**
**শুনিলেই হরিনাম তা'রা সব তরে।।**

**জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে।**
**উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে পর-উপকার করে।।**
**অতএব উচ্চ করি' কীর্ত্তন করিলে।**
**শতগুণ ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।।**

(শ্রীচৈতন্যভাগবত-আদি ১৬/২৭৯-২৮১)

## (৩৬)

নাম-সাধনে দৃঢ়তা—

**একবার হরিনামে যত পাপ হরে।**
**পাতকীর সাধ্য নাই তত পাপ করে।।**

(চৈঃ চঃ)

**অপরাধশূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণনাম।**
**কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ।।**

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

**খণ্ড খণ্ড যদি হই, যায় দেহ-প্রাণ।**
**তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।।**

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর

## (৩৭)

হরিনামে পরিপূর্ণতা লাভ—

**যদসাঙ্গ-ক্রিয়াকর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।**
**পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং শ্রীহরের্নামকীর্ত্তনাৎ।।**

**অনুবাদ ঃ—** আমরা যাগ-যজ্ঞ, পূজা-পার্ব্বণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানের পরিশেষে এই মন্ত্রটি স্মরণ করিয়া নামসংকীর্ত্তন করিয়া থাকি। যেহেতু এতক্ষণ কোন দেব-দেবী বা ঈশ্বরের প্রীত্যার্থে যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করিলাম

তাহাতে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমাদের অনেক ভুল-ত্রুটি হইয়া থাকে, আর এই দোষনিধি কলিযুগে সবকিছু সঠিক অর্ঘ্য ইত্যাদি পাওয়াও অসম্ভব অতএব অনুষ্ঠানটি সাফল্যে রূপায়িত করিতে যাহা অপূর্ণতা রহিয়াছে একমাত্র হরিনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারাতে তাহা পরিপূর্ণতা লাভ করুক। এরূপে আমরা কোন অনুষ্ঠানান্তে শ্রীহরিনামের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি।

(৩৮)

## 'হরিনাম-মহৌষধ'

জীব জাগ জীব জাগ গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচীর কোলে।।
ভজিব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে।।
তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার।।
এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি।।
ভকতিবিনোদ প্রভুর চরণে পড়িয়া।
সেই হরিনাম-মন্ত্র লইল মাগিয়া।

(৩৯)

## 'গায় গোরা মধুর স্বরে'

গায় গোরা মধুর স্বরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

গৃহে থাক, বনে থাক, সদা হরি বলে' ডাক।
সুখে দুঃখে ভুলো নাক, বদনে হরিনাম কররে।।
মায়াজালে বদ্ধ হয়ে, আছ মিছে কাজ লয়ে।
এখনও চেতন পেয়ে, রাধামাধব-নাম বলরে।।
জীবন হইল শেষ, না ভজিলে হৃষীকেশ।
ভক্তিবিনোদ-উপদেশ, একবার নামরসে মাতরে।।

(৪০)

## 'শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী'

ব্রজবাসিগণ প্রচারক ধন
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তারা নহে শব।
প্রাণ আছে তার সে হেতু প্রচার
প্রতিষ্ঠাশাহীন-কৃষ্ণগাথা সব।।
শ্রীদয়িত দাস কীর্ত্তনেতে আশ
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব।।

(৪১)

## 'হরিনামাশ্রয় অবশ্য কর্তব্য'

দারা সুত বন্ধু সবে শ্মশানে তোমারে লবে
দগ্ধকরি গৃহেতে আসিবে।
তুমি কার কে তোমার এবে বুঝি দেখ সার
দেহনাশ অবশ্য ঘটিবে।।

সুনিত্য সম্বল চাও　　　হরিগুণ সদা গাও
হরিনাম জপহ সদাই।
কুতর্ক ছাড়িয়া মন　　　কর কৃষ্ণ আরাধন
বিনোদের আশ্রয় তাহাই।।

(৪২)

## 'চৌদ্দ ভুবনের একমাত্র আশ্রয় হরিনাম'

জীবন অনিত্য জানহ সার, তাহে নানাবিধ বিপদ ভার
নামাশ্রয় করি, যতনে তুমি, থাকহ আপন কাজে।
কৃষ্ণনাম-সুধা করিয়া পান জুড়াও ভকতিবিনোদ-প্রাণ,
নাম বিনা কিছু নাহিক আর, চৌদ্দ ভুবন মাঝে।
জীবের কল্যাণ সাধন কাম, জগতে আসি' এ মধুর নাম,
অবিদ্যা-তিমির-তপন রূপে হৃদ্‌গগনে বিরাজে।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীনামাভাস

## নামাভাস চারি প্রকার

### (১)

শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন (৬/২/১৪)—

**সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।**
**বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।।**

**অনুবাদ ঃ**— 'সঙ্কেত', 'পরিহাস', 'স্তোভ' ও 'হেলা'— এই চারিপ্রকারে ছায়ানামাভাস হয়। পণ্ডিতগণ তাদৃশ নামাভাসকে অশেষ পাপনাশক বলিয়া জানেন।

নামতত্ত্ব ও সম্বন্ধতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ চারিপ্রকারে নামাভাস করেন— কেহ কেহ সঙ্কেতদ্বারা, কেহ কেহ পরিহাস-দ্বারা, কেহ কেহ স্তোভদ্বারা এবং কেহ কেহ হেলন-দ্বারা নাম উচ্চারণ করতঃ নামাভাস করেন।

#### সঙ্কেত ঃ

অজামিল মরণসময়ে স্বীয় পুত্রকে 'নারায়ণ' নামে আহ্বান করিয়াছিল— কৃষ্ণের নাম নারায়ণ বলিয়া অজামিলের সাঙ্কেত্য-নামগ্রহণের ফললাভ হইয়াছিল। ম্লেচ্ছগণ শুকরকে "হারাম, হারাম" বলিয়া ঘৃণা করে। 'হারাম'-শব্দে 'হা রাম' এই দুইটি শব্দ থাকায় সাঙ্কেত্য-নামগ্রহণফলে তাহাদের যমযন্ত্রণা হইতে মুক্তি হয়। নামাভাসে যে মুক্তি হয়, তাহা সর্বশাস্ত্রসম্মত। নামাক্ষরে মুকুন্দসম্বন্ধ দৃঢ়রূপে গ্রথিত থাকায় নামাক্ষরের উচ্চারণে মুকুন্দস্পর্শ ঘটিয়া পড়ে এবং অনায়াসে মুক্তি হয়। বহুকষ্টে ব্রহ্মজ্ঞানে যে মুক্তি হইতে পারে, নামাভাসে অনায়াসে সেই মুক্তি সকলেরই হইয়া থাকে।

**পরিহাস ঃ**

কাহাকেও উপহাস বা পরিহাস করিয়া নাম করিলে উহা 'পরিহাস' নামাভাস হইল। যেমন— কোন বৈষ্ণবকে হরিনাম করিতে দেখিয়া একজন সাধারণ মনুষ্য তাঁহার সন্নিকটে গিয়া উপহাস করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে দেখাইয়া অঙ্গভঙ্গী করতঃ নাম অনুকরণ করিতে লাগিল,— ইহাই পরিহাসের উদাহরণ। পণ্ডিতাভিমানী মুমুক্ষুগণ, অতত্ত্বজ্ঞ ম্লেচ্ছগণ এবং পরমার্থ বিরোধী অসুরগণ পরিহাস করিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করতঃ মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

**স্তোভ ঃ**

অসম্মানপূর্ব্বক অন্যকে কৃষ্ণনাম করিতে বাধা দিবার সময় যে নামগ্রহণ হয়, তাহাই 'স্তোভ'; একজন সুবৈষ্ণব হরিনাম উচ্চারণ করিতেছেন, তখন একজন পাষণ্ড আসিয়া কদর্য মুখভঙ্গি করতঃ বলিল, "হেঁঃ, তোর হরিকেষ্ট সকলই করিবে"— ইহাই স্তোভের উদাহরণ; তাহাতেও সেই পাষণ্ডের মুক্তি পর্যন্ত লাভ হইতে পারে— নামাক্ষরের এরূপ স্বাভাবিক বল!

**হেলন ঃ**

অনাদরপূর্ব্বক নাম গ্রহণ;

নরমাত্রেই নামোচ্চারণে অধিকারী—

**মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং**
**সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।।**
**সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা**
**ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।।**

(হঃ ভঃ বিঃ-১১ বিঃ-২৩৪ সংখ্যাধৃত স্কন্দপুরাণ-বাক্য)

**অনুবাদ ঃ—** এই হরিনাম সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল স্বরূপ, মধুর হইতে সুমধুর, নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্যফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধায় হউক্, কিংবা হেলায় হউক্, মানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।

এই শ্লোকে ‘‘শ্রদ্ধায়া’ অর্থে আদরপূর্বক, ‘হেলয়া’ অর্থাৎ অনাদরপূর্বক ইহাই বুঝিতে হইবে। ‘নরমাত্রং তারয়েৎ’ এই বাক্যদ্বারা কৃষ্ণনাম যবনদিগকেও যে মুক্তি দেন, ইহা বুঝিতে হইবে।

(২)

নাম ও নামাভাসের ফল-ভেদ—

**নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলংগতং বা**
**শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।**
**তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভ পাষণ্ডমধ্যে**
**নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র।।**

(পদ্মপুরাণ-স্বর্গখণ্ড ৪৮ অধ্যায়)

**অনুবাদ ঃ—** যাঁহার মুখে একটি হরিনাম উদিত, স্মরণ-পথগত বা শ্রোত্রমূল-প্রাপ্ত হয়, তাহা শুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক্ বা ব্যবধানযুক্ত অশুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক্, ব্যবধানরহিতই হউক্ অথবা খণ্ডোচ্চারিত হউক্, নাম-গ্রহীতাকে অবশ্যই উদ্ধার করিবে। হে বিপ্র! নামের এইরূপ মাহাত্ম্য বটে, কিন্তু যদি সেই নামাক্ষর দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ, পাষণ্ড (চিজ্জড়-সমন্বয়-বুদ্ধি) ইত্যাদি পাষাণ-স্বরূপ অপরাধ মধ্যে পতিত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না অর্থাৎ নামাপরাধ-নিবৃত্তির যে উপায় আছে তাহা অবলম্বন না করিলে নামাপরাধ দূর হয় না।

(৩)

নামাভাসের ফল—

**হরিদাস কহেন,— যৈছে সূর্য্যের উদয়।**
**উদয় না হৈতে আরম্ভ তমের হয় ক্ষয়।।**
**চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।**
**উদয় হৈলে ধর্ম্ম-কর্ম-আদি পরকাশ।।**

**ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ-আদির ক্ষয়।**
**উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়।।**
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-অন্ত্য ৩/১৮২-৮৩)

**(৪)**

সাধুসঙ্গেই শুদ্ধ-নাম উদিত হন—

**মমাহমিতি দেহাদৌ হিত্বা মিথ্যার্থধীর্মতিম্।**
**ধাস্যে মনো ভগবতি শুদ্ধং তৎকীর্ত্তনাদিভিঃ।।**
**ইতি জাতসুনির্বেদং ক্ষণসঙ্গেন সাধুষু।**
**গঙ্গাদ্বারমুপেয়ায় মুক্তসর্ব্বানুবন্ধনঃ।।**
(ভাঃ ৬/২/৩৮-৩৯)

**অনুবাদ ঃ—** শ্রীঅজামিল কহিলেন, ''আমার বুদ্ধি এখন সত্যস্বরূপ পরমার্থ বস্তুতে উদিত হইয়াছে, এখন আমি দেহাদিতে 'আমি ও আমার' এইরূপ মতি পরিত্যাগ করিয়া ভগবন্নামকীর্ত্তনাদিদ্বারা শুদ্ধ (সেবোন্মুখ) মন শ্রীভগবানে নিয়োগ করিব''। হে রাজন! অজামিলের ক্ষণকালমাত্র সাধুসঙ্গ হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার ঐ প্রকার সুন্দর নির্ব্বেদ জন্মিল। তিনি পুত্রাদি স্নেহরূপ সমস্ত বন্ধন মুক্ত করিয়া হরিভজনার্থ গঙ্গাদ্বারে গমন করিলেন।

**(৫)**

পুরাণে 'হরে কৃষ্ণ'-মহামন্ত্র—

**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।**
**রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ।।**
(অগ্নিপুরাণ)

**অনুবাদ ঃ—** ''হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।'' এই মহামন্ত্র যাঁহারা অবহেলাপূর্ব্বকও উচ্চারণ করেন, তাঁহারা কৃতার্থ হন; ইহাতে কোন সংশয় নাই।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীনামাপরাধ

## ।। দশবিধ নামাপরাধ।।

১) সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাম্।

২) শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি-সকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ।।

৩) গুরোরবজ্ঞা ৪) শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনম্

৫) তথার্থবাদো ৬) হরিনাম্নি কল্পনম্

৭) নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ।।

৮) ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদি-সর্ব্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।

৯) অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ।।

১০) শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ।।
অহং মমাদি পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ।।

—শ্রীপদ্মপুরাণবাক্যে

### সাধুনিন্দা বা প্রধান নামাপরাধ—

সাধুবর্গের নিন্দা শ্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে; যে সকল নামপরায়ণ সাধু হইতে জগতে কৃষ্ণনাম-মহিমা প্রসিদ্ধি লাভ করেন (প্রচারিত হন), শ্রীনামপ্রভু সেই সকল সাধুনিন্দা কি প্রকারে সহ্য করিবেন?

"বৈষ্ণবের হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ।।"

গোবিন্দের বসতিস্থল পবিত্রহৃদয় সাধু-বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে হরিনাম কখনই সন্তুষ্ট হন না। অতএব সাধুনিন্দা একটি মহা অপরাধ।

### দ্বিতীয় নামাপরাধ—

শিবাদি দেবতাকে পরমেশ্বর বিষ্ণু হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্রে শক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করিলে অপরাধ হয়। তদনুগৃহীত জানিলে অপরাধ হয় না।

## তৃতীয় নামাপরাধ—

নামতত্ত্ববিৎ গুরুকে প্রাকৃত ও মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিলে অপরাধ হয়। "গুরুষু নরমতি যস্য বা নারকি সঃ" অর্থাৎ ভগবদাভিন্ন শ্রীগুরুদেবকে মনুষ্যবুদ্ধি করিলে তাকে নরক ভোগ করিতে হয়।

## চতুর্থ নামাপরাধ —

বেদ ও সাত্ত্বতপুরাণাদির নিন্দা; ভাগবতে বলিতেছেন, বৈদিক কোন শাস্ত্র-নিন্দা করিবে না; ভাগবতশাস্ত্রে বিশেষ শ্রদ্ধা করিবে। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্র তত্ত্বধিকারীর পক্ষে উপকারী জানিয়া তাহাও নিন্দা করিবে না। প্রমাণমূল শাস্ত্রযোনি কবিকে প্রণাম করি। প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবোধক নিগম শাস্ত্রকে প্রণাম করি।

## পঞ্চম নামাপরাধ—

শ্রীহরিনাম মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি মনে করা; শ্রীনাম-মাহাত্ম্যকে স্তুতিবাদ বলিয়া উহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া কর্ম্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে আকৃষ্টচিত্ত হইলে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ শ্রীনাম-চরণে অপরাধই কৃত হয়।

## ষষ্ঠ নামাপরাধ—

ভগবন্নামসমূহকে কল্পনা বলিয়া মনে করা নামাপরাধ; অন্য শুভকর্ম্মের সহিত শ্রীনামকে সমান মনে করিলে অপরাধ হয়। শ্রীনাম নিত্য গোলোকের বস্তু জানিয়া ইঁহাতে শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

## সপ্তম নামাপরাধ—

যাহার নাম-বলে পাপাচরণে বুদ্ধি হয়; শ্রীহরিনামে মহাশক্তি আছে, সমস্ত পাপরাশিও নাশ করে জানিয়া সারাদিন বিভিন্ন প্রকার পাপাচরণ করিলাম সন্ধ্যায় গিয়া একটু হরিনাম করিব ইহাতে সমস্ত পাপ প্রক্ষালন হইয়া যাইবে, এই বুদ্ধি নামাপরাধ।

## অষ্টম নামাপরাধ—

ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ বা হোমাদি প্রাকৃত শুভকর্ম্মের সহিত অপ্রাকৃত নামগ্রহণকে সমান বা তুল্যজ্ঞান করাও অনবধান বা প্রমাদ, উহাও নামাপরাধ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

**নবম নামাপরাধ —**

অশ্রদ্ধাবান ব্যক্তিকে নামোপদেশ করিলে নামাপরাধ হয়। শ্রদ্ধাহীন, বা নামশ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে যে উপদেশ দান, তাহা মঙ্গলময় শ্রীনামের নিকট অপরাধ।

**দশম নামাপরাধ—**

যে ব্যক্তি নামের অদ্ভুত মাহাত্ম্য শুনিয়াও 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ দেহাত্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া শ্রীনামগ্রহণ-শ্রবণে প্রীতি বা আদর প্রদর্শন করে না, সেও নামাপরাধী।

**যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে**
**স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।**
**যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-**
**জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।।**

(ভাঃ ১০/৮৪/১৩)

(অহংমম ভাব দশম নামাপরাধ।) যিনি এই স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, মৃন্ময়াদি জড়বস্তুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটিই করেন না, তিনি গরুদিগের মধ্যে গাধা অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ।

# দশবিধ নামাপরাধ—

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত

**হরিনাম মহামন্ত্র সর্ব্বমন্ত্রসার।**
**যাঁদের করুণাবলে জগতে প্রচার।।১।।**

**সেই নামপরায়ণ সাধু, মহাজন।**
**তাঁহাদের নিন্দা না করিহ কদাচন।।**
**ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর।**
**মহেশ্বর আদি তাঁর সেবন-তৎপর।।**

নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ-চৈতন্য-স্বরূপ।
ভেদজ্ঞান না করিবে লীলা-গুণ-রূপ।। ২।।

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভাগ্যবানে।।"
সে গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি অবজ্ঞাদি ত্যজি।
ইষ্টলাভ কর, নিরন্তর নাম ভজি।। ৩।।

শ্রুতি, শ্রুতিমাতা-সহ সাত্বত-পুরাণ।
শ্রীনাম-চরণ-পদ্ম করে নীরাজন।।
সেই শ্রুতিশাস্ত্র যেবা করয়ে নিন্দন।
সে অপরাধীর সঙ্গ করিবে বর্জ্জন।। ৪।।

নামের মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানে।
অতিস্তুতি, হেন কভু না ভাবিহ মনে।।
অগস্ত্য, অনন্ত, ব্রহ্মা, শিবাদি সতত।
যে নাম-মহিমা-গাথা সংকীর্ত্তন-রত।।
সে নাম-মহিমা-সিন্ধু কে পাইবে পার?
অতিস্তুতি বলে যেই-সেই দুরাচার।। ৫।।

কৃষ্ণ-নামাবলী নিত্য গোলোকের ধন।
কল্পিত, প্রাকৃত, ভাবে-অপরাধীজন।। ৬।।

নামে সর্ব্বপাপ-ক্ষয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
সারাদিন পাপ করি সেই ভরসায়—
এমত দুর্ব্বুদ্ধি যার সেই অপরাধী।
মায়া-প্রবঞ্চিত, দুঃখ ভুঞ্জে নিরবধি।। ৭।।

অতুল্য শ্রীকৃষ্ণনাম পূর্ণরসনিধি।
তাঁর সম না ভাবিহ শুভকর্ম্ম আদি।। ৮।।

নামে শ্রদ্ধাহীন-জন বিধাতা-বঞ্চিত।
তারে নাম দানে অপরাধ সুনিশ্চিত।। ৯।।

**শুনিয়াও কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য অপার।**
**যে প্রীতি-রহিত, সেই নরাধম ছার।।**
**অহংতা মমতা যার অন্তরে বাহিরে।**
**শুদ্ধ কৃষ্ণনাম তার কভু নাহি স্ফুরে।। ১০।।**

**এই দশ অপরাধ করিয়া বর্জ্জন।**
**যে সুজন করে হরিনাম সংকীর্ত্তন।।**
**অপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লভ্য তার হয়।**
**নাম প্রভু তার হৃদে নিত্য বিলসয়।। ১১।।**

বৈষ্ণব-নিন্দুক সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মন্তব্য—

**বৈষ্ণব চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র,**
**যে নিন্দে হিংসা করি,**
**ভকতি বিনোদ না সম্ভাসে তারে,**
**থাকে সদা মৌন ধরি।**

# —ঃ প্রশ্ন ও উত্তর ঃ—

**১। শ্রীহরিনাম কি বস্তু?**

**উত্তর ঃ** শ্রীহরিনাম চিন্ময় জগত বা গোলোকবৃন্দাবনের শব্দতরঙ্গ, ইঁহা শ্রীভগবানের নাম, ভগবানের সহিত অভিন্ন স্বরূপ, এই কলিযুগে জীবোদ্ধারের নিমিত্ত শ্রীনাম কৃপাপূর্ব্বক শব্দব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ হন, ইঁহাকে তারকব্রহ্মনামও বলা হয়।

**২। জগতে এত কিছু থাকিতে হরিনাম করিতে হইবে কেন?**

**উত্তর ঃ** কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবকুল অনাদিকাল ধরিয়া দুঃখ-কষ্টরূপ এই মৃত্যুময় জগতে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিতেছে দেখিয়া ভগবান জীবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া চারিযুগে চারিটি পন্থায় জীবকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চন ও কলিযুগেতে তাঁর নাম-সংকীর্ত্তন এবং সেই নামেতে তিনি সমস্ত প্রকার শক্তি অর্পণ করিয়াছেন যাহাতে স্বল্পায়ু ও ক্ষীণশক্তি সম্পন্ন এই

কলির জীব খুব সহজেই তাহা গ্রহণ করিতে পারে। এমনকি দেশকাল, শুদ্ধাশুদ্ধির বিচারও নাই, সর্ব্বস্তরের জীব তাহা গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতে পারে। সমস্ত প্রকার শাস্ত্রেতে এই হরিনামের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি যে স্বরূপেতে সিদ্ধিলাভ করা, তাহাও হরিনামই দিতে পারে, ইহা বই আর অন্য কোন পন্থা শাস্ত্রেতে কথিত হয় নাই।

**৩। অক্ষরস্বরূপ নাম কিরূপে চিন্ময় হইতে পারে?**

**উত্তর ঃ** নাম ও নামী পরস্পর অভেদতত্ত্ব এতন্নিবন্ধন নামীরূপ কৃষ্ণের সমস্ত চিন্ময় গুণ তাঁহার নামে আছে, নাম সর্বদা পরিপূর্ণতত্ত্ব; হরিনামে জড়-সংস্পর্শ নাই, তাহা নিত্যমুক্ত, যেহেতু কখনই মায়াগুণে আবদ্ধ হয় নাই; নাম স্বয়ং কৃষ্ণ, অতএব চৈতন্যরসের বিগ্রহস্বরূপ; নাম চিন্তামণি-স্বরূপে যিনি যাহা চান, তাঁহাকে তাহা দিতে সমর্থ।

**৪। নামাক্ষর কিরূপে মায়িকশব্দের অতীত হইতে পারে?**

**উত্তর ঃ** জড়জগতে হরিনামের জন্ম হয় নাই। চিৎকণস্বরূপে জীব শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থিত হইয়া তাহার চিন্ময়শরীরে হরিনাম-উচ্চারণের অধিকারী; জগতে মায়াবদ্ধ হইয়া জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা শুদ্ধনামের উচ্চারণ করিতে পারে না, কিন্তু হ্লাদিনী-কৃপায় স্ব-স্বরূপের যে সময়ে ক্রিয়া হয়, তখনই তাঁহার নামোদয় হয়। সেই নামোদয়ে মনোবৃত্তিতে শুদ্ধনাম কৃপাপূর্বক অবতীর্ণ হইয়া ভক্তের ভক্তিপূত-জিহ্বায় নৃত্য করেন। নাম অক্ষরাকৃতি ন'ন, কেবল জড়জিহ্বায় নৃত্য করিবার সময় বর্ণাকারে প্রকাশিত হন— ইহাই নামের রহস্য।

**৫। কিরূপে অনর্থ নিবৃত্ত ও সিদ্ধিলাভ হয়?**

**উত্তর ঃ** হরিভজন না করিলে জীব জ্ঞানী, কর্মী বা অন্যাভিলাষী হইয়া যায়; সেজন্য সর্বদা ভগবানকে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ডাকিবেন সংখ্যা নির্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে অনর্থ নিবৃত্ত হয়। জাড্য প্রভৃতি পলায়ন করে; এমন কি হরিবিমুখ বহির্মুখগণ আর বিদ্রুপ করিতে পারে না। শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গই ভাল। পরে ভজন শিক্ষার জন্য সাধুসঙ্গ স্বতন্ত্র। নিরপরাধে হরিনাম গৃহীত হইলে সকল সিদ্ধিই করতলগত হয়।

**৬। শ্রীহরিনাম সাধনের পদ্ধতি কি?**

**উত্তর ঃ** তুলসীমালায় বা তদ্ভাবে করে সংখ্যা রাখিয়া নিরন্তর নিরপরাধে হরিনাম করিবে। শুদ্ধনাম হইলে নামের ফল যে প্রেম, তাহা পাওয়া যায়। সংখ্যা রাখিবার তাৎপর্য্য এই যে, সাধকের ক্রমশঃ নামালোচনা বৃদ্ধি হইতেছে কিনা, জানা যায়। তুলসী হরিপ্রিয় বস্তু সুতরাং তৎসংস্পর্শে নামের অধিক ফল অনুভব করা যায়। নাম করিবার সময়ে কৃষ্ণের স্বরূপ ও নামে অভেদবুদ্ধিপূর্ব্বক নাম করিবে।

**৭। সাধনাঙ্গ নববিধ বা ৬৪ প্রকার, একাঙ্গ নাম নিরন্তর করিতে হইলে অন্য অঙ্গসাধনের সময় কিরূপে পাওয়া যাইবে?**

**উত্তর ঃ** ইহাতে কঠিন কি? চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ নববিধ ভক্তির অন্তর্গত। শ্রীমূর্ত্তির অর্চনেই হউক্ বা নির্জনে নাম-সাধনেই হউক্, নববিধ ভক্তির সর্বত্র আলোচনা হইতে পারে। শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে কৃষ্ণনাম শুদ্ধভাবে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ইত্যাদি হইলে নামসাধন হইল। যেখানে শ্রীমূর্ত্তি নাই, সেখানে শ্রীমূর্ত্তিস্মরণ পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তিকে তাঁহার নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সমস্ত নববিধ অঙ্গের সাধন হইতে পারে। যাঁহাদের সুকৃতিক্রমে নাম-কীর্ত্তনে বিশেষ স্পৃহা জন্মে, তাঁহারা নিরন্তর নামকীর্ত্তন করিতে করিতে সকল ভক্ত্যঙ্গের কার্য্য করিয়া থাকেন। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির মধ্যে শ্রীনামকীর্ত্তন সর্বাপেক্ষা প্রবল সাধন— কীর্ত্তনানন্দ-সময়ে অন্য কোন সাধনাঙ্গের পরিচয় না আসিলেও তাহাই যথেষ্ট।

**৮। নিরন্তর নাম কিরূপে হয়?**

**উত্তর ঃ** নিদ্রাকাল ব্যতীত দেহব্যাপারাদির নির্বাহকালে এবং অন্য সময়ে সর্বদা নাম কীর্ত্তন করায় নাম নিরন্তর নামকীর্ত্তন। নাম-সাধনে কোনপ্রকার দেশ, কাল ও অবস্থাজনিত নিষেধ নাই।

**৯। প্রকৃত 'কৃষ্ণনাম' কিরূপে হয়?**

**উত্তর ঃ** সম্পূর্ণ-শ্রদ্ধোদিত অনন্যভক্তিতে যে কৃষ্ণ নামের উদয় হয়, তাহাকেই 'কৃষ্ণনাম' বলে; তদিতর যে কিছু নামের মত লক্ষিত হয়, তাহা হয় নামাভাস, নয় নামাপরাধ হইয়া থাকে।

**১০। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণস্বরূপের পরিচয়-ভেদ আছে কিনা?**

**উত্তর ঃ** কিছুমাত্র পরিচয়-ভেদ নাই; কেবল একটি রহস্য আছে যে, 'স্বরূপ' অপেক্ষা 'নাম' অধিক কৃপা করেন— স্বরূপের প্রতি যে অপরাধ কৃত হয়, তাহা স্বরূপ কখনও ক্ষমা করেন না, কিন্তু স্বরূপের প্রতি অপরাধ ও নিজের প্রতি অপরাধ কৃষ্ণনাম কৃপা করিয়া ক্ষমা করেন।

**১১। শুদ্ধনাম কিরূপ?**

**উত্তর ঃ** দশ অপরাধশূন্য হরিনামই শুদ্ধনা। বর্ণাশুদ্ধি ইত্যাদি বিচারে কোন কার্য্য নাই।

**১২। কি উপায়ে শুদ্ধনাম উচ্চারণ করিতে পারা যায়?**

**উত্তর ঃ** অবিশ্রান্ত নাম করিতে পারিলে নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নামই হরণ করেন। দেখুন, নামাপরাধক্ষয়ের উপায় কত কঠিন! সুতরাং সুবুদ্ধি ব্যক্তি নামাপরাধ বর্জনপূর্বক নাম করিয়া থাকেন। নামাপরাধ যাহাতে উৎপন্ন না হয় এইরূপ যত্ন করিতে পারিলে শুদ্ধনাম অতিশীঘ্র উদিত হন। কোন ব্যক্তি অশ্রুপুলকের সহিত নাম করিতেছেন, কিন্তু তথাপি অপরাধ-গতিকে উচ্চারিত নাম তাঁহার পক্ষে (শুদ্ধ) নাম হইতেছে না। সাধকগণ বিশেষ সতর্ক না হইলে শুদ্ধনাম উচ্চারণ করিতে পারেন না।

**১৩। কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে শ্রীহরিনামের শীঘ্র কৃপা হয়?**

**উত্তর ঃ** যে-সকল সাধু একমাত্র নামাশ্রয় করিয়াছেন এবং সমস্ত কর্ম, ধর্ম, জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিন্দা করিলে বৃহদপরাধ হয়, কেননা, যাঁহারা নামের যথার্থ মহাত্ম্য জগতে বিস্তার করিতেছেন, তাঁহাদের নিন্দা হরিনাম সহিতে পারেন না। নামপরায়ণ সাধুদিগের নিন্দা পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাদিগকেই সর্বোত্তম সাধু বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে নাম কীর্ত্তন করিলে নামের শীঘ্র কৃপা হয়।

**১৪। তবে কি গৃহিনীসঙ্গ ত্যাগ না করিলে জীবের শুদ্ধনামের উদয় হইবে না?**

**উত্তর ঃ** স্ত্রী সঙ্গ পরিত্যাগ করা কর্তব্য; গৃহস্থ বৈষ্ণব বিবাহিত স্ত্রীর সহিত অনাসক্তভাবে বৈষ্ণবসংসার সমৃদ্ধি করেন, তাহাকে 'স্ত্রীসঙ্গ' বলে না। স্ত্রীলোকে যে পুরুষের আসক্তি এবং পুরুষে যে স্ত্রীলোকের আসক্তি, তাহারই নাম 'যোষিৎসঙ্গ'। সেই আসক্তি ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ-লোক শুদ্ধকৃষ্ণনামের আলোচনায় পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন।

**১৫। এক নামে যখন সমস্ত পাপ হরণ করিতে পারে, তখন অবিশ্রান্ত নামের প্রয়োজন হইল কেন?**

**উত্তর ঃ** নামাপরাধিগণের চিত্ত ও ব্যবহার সর্বদা দূষিত, স্বভাবতঃ তাহারা বহির্মুখ, সুতরাং সাধুব্যক্তি বা সাধুবস্তু বা সৎকালে তাহাদের সর্বদা অরুচি। অসৎপাত্রে, অসৎসিদ্ধান্তে ও অসৎকার্যে তাহাদের নৈসর্গিক রুচি। অবিশ্রান্ত নাম করিলে আর সেরূপ অসৎসঙ্গ ও অসৎ-কার্য্যে অবসর হয় না, সুতরাং অসৎসঙ্গাভাবে নাম ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া সদ্‌বিষয়ে বল বিধান করেন।

**১৬। ভগবান ব'লে জগতে কিছু আছে কি?**

**উত্তর ঃ** ভগবান ভক্তের সান্নিধ্যে না আসিলে এবং ভগবানের ভক্তের সেবা না করিলে ভগবান আছে কিনা জানা যাবে না। একদিন এক ভক্ত ক্ষৌর করিবার জন্য ক্ষৌরকারের নিকট গেলেন। সেখানে ক্ষৌরকার পরিহাস ক'রে বললেন, "জগতে ভগবান বলে কিছু নেই। যদি থাকতো তাহ'লে লোকের এতো দুঃখ দুর্দ্দশা কেন? এতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা কেন হচ্ছে? তার সঙ্গে অনেক লোক যোগ দিল। ভগবানের ভক্তটি ভাবতে লাগলেন এদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক ক'রে লাভ নেই। দুর্দিন পরে ভক্তটি নিকটবর্তী রেলষ্টেশন থেকে একটি পাগলকে ধ'রে নিয়ে আসলেন। পাগলটি দীর্ঘ ৫/৭ বৎসর ক্ষৌরকার্য্য করেননি, তার চুল-দাড়ি বেশ লম্বা ছিল। ভক্তটি তাকে ক্ষৌরকারের নিকট নিয়ে এসে বললেন এই দেশে কোন ক্ষৌরকার নেই। ক্ষৌরকার বললেন, আমিই তো ক্ষৌরকার। ভক্ত বললেন, তুমি যদি ক্ষৌরকার হও তাহ'লে এই লোকটির চুল-দাড়ি বড় কেন? ক্ষৌরকার বললেন এই লোকটি আমার নিকট না আসিলে আমি কিভাবে তার চুল-দাড়ি কেটে দেবো? তখন ভক্তটি বললেন, তাহ'লে আপনি কি ক'রে বুঝলেন জগতে ভগবান ব'লে কিছু নেই? আপনি কি কখনো ভগবান ভক্তের নিকটে গিয়েছেন? কখনো ভগবানের মন্দিরে গিয়েছেন? কিংবা ভগবানের নাম-কীর্ত্তন করেছেন? ক্ষৌরকারের নিকটে গেলে যেমন ক্ষৌরকারের অস্তিত্ব পাওয়া যায় তদ্রুপ ভগবান ভক্তের নিকটে গেলে ভগবান আছে কিনা জানা যায়। এই কথা শুনে ক্ষৌরকারের ভুল ভাঙলো।

# শ্রীগুরু-বন্দনা

শ্রীগুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা গুরুপাদপদ্মের সেবা বড়— এই প্রতীতি সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত গুরুদেবের আশ্রয় ঠিকমত হয় না।

শ্রীগুরুদেব মর্ত্য নহেন তিনি অমর বস্তু। শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য, তাঁর সেবা নিত্য, তাঁর সেবক নিত্য, সুতরাং কত আশা-ভরসা আমাদের— মরণ ব'লে কোন জিনিস আমাদের নাই।

— *ভগবান শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ*

# শ্রীগুরু-প্রণাম-মন্ত্র

**গুর্ব্বাভীষ্টসুপূরকং গুরুগণৈরাশীষসংভূষিতং**
**চিন্ত্যাচিন্ত্যসমস্তবেদনিপুণং শ্রীরূপপন্থানুগম্।**
**গোবিন্দাভিধমুজ্জ্বলং বরতনুং ভক্ত্যন্বিতং সুন্দরং**
**বন্দে বিশ্বগুরুঞ্চ দিব্যভগবৎপ্রেম্নো হি বীজপ্রদম্।।**

**অনুবাদ ঃ** যিনি তাঁর গুরুদেবের মনোঽভীষ্ট পূরণ করেছেন, যিনি তাঁর গুরুবর্গের কৃপাআশীর্ব্বাদ সম্যক ভাবে লাভ করেছেন, যিনি চিন্তাচিন্ত্য সমস্ত বৈদিক জ্ঞানে নিপুন, শ্রীগোবিন্দ মহারাজ নামে খ্যাত, যাঁর শ্রীঅঙ্গ অতি সুন্দর ও উজ্জ্বল, যিনি বিশ্বগুরু ও শুদ্ধভক্তি লতার বীজ প্রদানকারী আমি তাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করি।

**নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং**
**রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্টবাটীম্।**
**রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং**
**প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি।।**

— *শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামী*

**অনুবাদ ঃ** আমি আমার গুরুদেবের কাছে একান্ত কৃতজ্ঞ। তিনি আমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র দিয়েছেন, শচীসুত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও তাঁর সর্ব্বপ্রিয়তম বিশ্রম্ভ সেবক স্বরূপদামোদর গোস্বামীকে দিয়েছেন, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাগানুগা

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভক্তিমার্গের আচার্য্য শ্রীরূপগোস্বামী এবং ঐ মার্গের দিগ্‌দর্শনকারী ও সম্বন্ধজ্ঞানের আচার্য্য শ্রীসনাতন গোস্বামীকে দিয়েছেন, মথুরা মণ্ডল অর্থাৎ শ্রীরাধামাধবের লীলাক্ষেত্র, তার ধূলিকণা, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, যমুনা এ সমস্তই দিয়েছেন। রাধাকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেলিসরোবর রাধাকুণ্ডের সন্ধান আমি পেয়েছি, গিরিগোবর্দ্ধনের পরিচয় পেয়েছি। সব শেষে তিনি আমাকে রাধা-মাধবের রহঃসেবার আশাও দিয়েছেন। এতগুলি সিদ্ধি সম্পদের সন্ধান যাঁর কৃপায় পেয়েছি, সেই শ্রীগুরুদেবের চরণ-কমলে আমি অবনত মস্তকে নিরন্তর বন্দনা করি।

## শ্রীগুরু-আরতি

জয় জয় গুরুদেবের আরতি উজ্জ্বল।
গোবর্দ্ধন-পাদপীঠে ভুবন-মঙ্গল।। ১।।
শ্রীভক্তিসুন্দর দেব প্রভু শিরোমণি।
গোস্বামী গোবিন্দ জয় আনন্দের খনি।। ২।।
আজানুলম্বিত ভুজ দিব্য কলেবর।
অনন্ত প্রতিভা ভরা দিব্য গুণধর।। ৩।।
গৌর-কৃষ্ণে জানি তব অভিন্ন স্বরূপ।
সংসার তারিতে এবে শুদ্ধ-ভক্তরূপ।। ৪।।
রূপানুগ-ধারা তুমি কর আলোকিত।
প্রভাকর সম প্রভা ভুবন-বিদিত।। ৫।।
শুদ্ধ ভক্তি প্রচারিতে তোমা সব নাই।
অকলঙ্ক ইন্দু যেন দয়াল নিতাই।। ৬।।
উল্লসিত বিশ্ববাসী লভে প্রেমধন।
আনন্দে নাচিয়া গাহে তব গুণগণ।। ৭।।
স্থাপিলা আশ্রম বহু জগত মাঝারে।
পারমহংস-ধর্ম্ম-জ্ঞান-শিক্ষার প্রচারে।। ৮।।
চিন্ত্যাচিন্ত্য বেদজ্ঞানে তুমি অধিকারী।
সকল সংশয় ছেত্তা সুসিদ্ধান্তধারী।। ৯।।

**তোমার মহিমা গাহে গোলোক মণ্ডলে।**
**নিত্য-সিদ্ধ পরিকরে তব লীলাস্থলে।। ১০।।**
**পতিত পাবন তুমি দয়ার সমীর।**
**সর্ব্বকার্য্যে সুনিপুণ-সত্য-সুগম্ভীর।। ১১।।**
**অপূর্ব্ব লেখনী ধারা প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য।**
**সদা হাস্য মিষ্ট ভাষী সুশীল কবিত্ব।। ১২।**
**সাধুসঙ্গে সদানন্দী সরল বিনয়ী।**
**সভামধ্যে বক্তা শ্রেষ্ঠ সর্ব্বত্র বিজয়ী।। ১৩।।**
**গৌড়ীয় গগনে তুমি আচার্য্য-ভাস্কর।**
**নিরন্তর সেবাপ্রিয় মিষ্ট কণ্ঠস্বর।। ১৪।।**
**তোমার করুণা মাগে ত্রিকাল বিলাসে।**
**গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী সেবামাত্র আসে।। ১৫।।**
**কৃপা কর ওহে প্রভু শ্রীগৌর-প্রকাশ।**
**আরতি করয়ে সদা এ অধম দাস।। ১৬।।**

# উপদেশামৃত

১। আমরা এজগতে বেশী দিন থাকিব না, হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে আমাদের দেহপাত হইলেও এই দেহ ধারণের স্বার্থকতা বুঝিবেন। 'শ্রীহরিনাম' গ্রহণ ব্যতীত এজগতে আর বিকল্প কিছুই নাই। 'শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন' বাদ দিয়া মথুরাবাস, সাধুসঙ্গ, ভাগবতপাঠ সবই বৃথা। শ্রীনাম-ভজনেই জীবের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়।

আপনারা সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে সর্ব্বদাই সেবা করিবেন ও মুখে 'নাম' করিবেন। ভগবান নিশ্চয়ই আপনাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ সুখ-শান্তি প্রদান করিবেন। শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণকেই ভক্তি বলিয়া জানিবেন।

**(শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ)**

২। সকলের দ্বারে একবার হরিকথা দ্বারা সাড়া দিতে হবে। যেহেতু যেখানে হরিকথা সেখানেই তীর্থ। হরিভজনকারী ব্যতীত সকলেই নির্বোধ ও আত্মঘাতী।

কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ধাম সবই নিত্য। দেব-দেবীর নাম নামীতে ভেদ আছে। কিন্তু কৃষ্ণনাম ও লীলাময় কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। যাঁহারা পাঁচমিশাল ধর্ম যাজন করেন তাঁহারা শ্রীভগবানের সেবা করিতে পারেন না। 'শ্রীহরিনাম' গ্রহণ ও শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার দুই একই।

**(শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ)**

৩। শত বিপদ্, শত গঞ্জনা, শত লাঞ্ছনা ও শত শত প্রকার দুঃখ-কষ্ট পেলেও আপনারা কেউ হরিভজন ছাড়বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ করছে না দেখে নিরুৎসাহিত হবেন না। নিজ ভজন নিজ সর্ব্বস্ব; কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্ত্তন ছাড়বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হয়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করুন।

**(শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ)**

৪। **"দীক্ষা কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।**
**সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্ম-সম।।**
**সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।**
**অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়।"**

কৃষ্ণভজন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চব্বিশ ঘন্টাই তাঁর পাওনা। একটু বিস্মৃতি এলেই ভক্তের কাছে যেন প্রলয় হয়ে যাবে। একটু স্মৃতির এদিক ওদিক হলেই চম্‌কে উঠবে— কি করছি? তাঁর সেবা ভুলে আছি? সময়কে কৃপণের ধনের মত আগ্‌লে রাখে। যেন ব্যর্থ না যায়। পুঁজি কমলেই সর্ব্বনাশ। শরণাগতির ডিগ্রি অনুসারে নিবেদিতাত্মার ডিগ্রিও বেড়ে যায়। 'ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং' এই ভাব লক্ষণে প্রতিষ্ঠিত হয়।

**(শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ)**

৫। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি কবলিত এই জাগতিক স্থিতিতে যে আমি সন্তুষ্ট নই, এই অনুভব আমার হওয়া দরকার। যদি কেউ প্রকৃত সুখের অনুসন্ধান করতে চায়, তা হলে এ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যৎপরোনাস্তি প্রযত্ন করতে হবে আর একটি ঘরে ফিরে যাবার জন্য, ভগবানের কাছে ফিরে যাবার জন্য। আর আমরা প্রাচীন কাল থেকেই শুনে আসছি যে, আমাদের জন্য আর একটি বাসস্থান আছে, তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুশীতল পদছায়া। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় এমন একটি কর্মসূচী তৈরি করে নেব,

যাতে করে আমরা এই কুৎসিৎ বাসস্থান ছেড়ে আমাদের Sweet Home সুখের ঘরে চলে যেতে পারি। আর এই অনুভূতিটাকে পাগলামি বলা চলে না। সুখের সন্ধানে চেষ্টা করা বৃথা নয়, অযৌক্তিক নয়, বরং এইটাই সবথেকে বেশী যুক্তিসম্মত।

**(শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ)**

৬। শরৎকাল এলেই জলের কাদাগুলো আপনিই তলায় পড়ে যায়, জল নির্মল হয়ে যায়। যখন কৃষ্ণচেতনা হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন আর সব কামনা-বাসনা, জানা-অজানা, সব চিন্তাধারা আপনা হতেই ক্রমশঃ মন থেকে সরে যায়, কৃষ্ণচিন্তাই হৃদয়টাকে পুরোপুরি অধিকার করে। কৃষ্ণের একবিন্দু কৃপা মন থেকে, হৃদয় থেকে সবকিছুকেই সরিয়ে নিজেই ভক্তের হৃদয় দখল করে।

এইটাই কৃষ্ণচেতনার স্বভাব। কোন কিছুই তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। সে তথাকথিত দেব-দেবী পূজাই হোক অথবা খৃস্টান, ইসলাম ধর্মধারণাই হোক— সবই মন থেকে চলে যায়। আস্তিকতার আর যত সব চিন্তা-চেতনা আছে, সবই কৃষ্ণচেতনার কাছে হার মেনে পালিয়ে যায়। কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের কাছে কেউই দাঁড়াতে পারে না।

**(শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ)**

৭। শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রথম প্রবক্তাই হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি স্বয়ং শ্রীরাধা-গোবিন্দ মিলিততনু। তাঁর উপদেশ হচ্ছে— এই সর্ব কল্যাণপ্রদ ও চিত্তশুদ্ধিকারক শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনকে আন্তরিক নিষ্ঠা ও নৈরন্তর্য্যসহ আশ্রয় কর— যে নাম আমাদের মুক্তি দান করবে, যাবতীয় বাসনার নিবৃত্তি করবে এবং এমন সার্থকতা এনে দেবে যা দ্বারা আমরা সেই অপ্রাকৃত মাধুর্য্য রসসাগরে নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণ নিমজ্জন করতে পারব।

এইটিই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সর্বোত্তম কৃপা। আর তিনি বলেন, শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন সমগ্র জগতে প্রসারিত হোক যাতে করে সমগ্র জীবজগৎ সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ লাভ করে ধন্য হবে। কারণ এর দ্বারাই যাবতীয় দুঃখের নিবৃত্তি হবে আর এইটিই জীবের চরম সার্থকতা।

**(শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ)**

৮। **শুদ্ধভক্তিভাবে আধ্যাত্মিক লক্ষ্য-প্রাপ্তি**

স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে এবং হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে পরিপূর্ণ প্রেমভক্তিসহকারে আমাদের জীবনে এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ও তাকে লালন করতে হবে। চব্বিশ ঘন্টাই আমাদের ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করতে হবে। কিন্তু গুরু, বৈষ্ণব ও মহাপ্রভু রূপেই শ্রীভগবান আমাদের সবচেয়ে নিকটে আছেন। এই গুরু-গৌরাঙ্গ ও বৈষ্ণবের পাদপদ্মেই আমাদের সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে হবে। শুধু আত্মসমর্পণ করে দণ্ডবৎ করলেই হবে না। সমস্ত শক্তি দিয়ে চব্বিশ ঘন্টাই যেন আমরা আত্মনিবেদিত সেবায় কাটাই। তাহলেই এ জগতে অন্য কিছুর জন্যে চিন্তা না করে আমরা খুব সহজেই আমাদের আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারব। ভক্তিপ্রসূত যে ভাব তা হল এইরকম।

**('ভক্তিকল্পবৃক্ষ'— জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ)**

৯। **অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।**
**সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।**

"অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রাকৃত চক্ষুকর্ণ-রসনাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখন জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে নামাদি স্বয়ং স্ফূর্ত্তিলাভ করেন।"

**চিন্ময় সেবাবৃত্তির দ্বারা সর্ব্বলভ্য হয়**

এই সুন্দর শ্লোকটি থেকে আমরা অনেক আশা ভরসা পাই। শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা, তাঁর সবকিছুই চিন্ময়, সুতরাং এই জড়দেহ, জড়মন নিয়ে তাঁকে আমরা পেতে পারি না। কিন্তু যখন আমাদের মধ্যে চিন্ময় সেবাবৃত্তি আসবে, তখনই আমরা তাঁকে সম্পূর্ণভাবে জয় করতে পারব। "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফূরত্যদঃ"। যখন তিনি আমাদের সেবার মনোভাব দেখে সন্তুষ্ট হবেন তখন তিনি নিজেই অবতরণ করে এসে আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করবেন আর আমাদের জিহ্বায় নৃত্য করবেন। আমাদের নিজেদের শক্তির জোরে, চেষ্টার জোরে তাঁকে আমরা পাব না। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ংই এসে আমাদের জিহ্বায় তাঁর শ্রীনামরূপে নৃত্য করবেন আর আমাদের কাছে তাঁর রূপ-গুণ-লীলা প্রকাশিত হবে।

নিত্যানন্দ প্রভু খুব দয়ালু। আর শ্রীল গুরুমহারাজও খুব দয়ালু। তাই এতে কোন সন্দেহই নেই যে সেই চিন্ময় তত্ত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন সবই আমরা নিশ্চয়ই পাব। তাহলে আর আমাদের জড়জগতের বাধাবিঘ্ন নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কি আছে? শুধু একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে বৈষ্ণব অপরাধ যেন আমরা কিছুতেই না করি; এই হল আমাদের একটি সাবধান-বাণী। বৈষ্ণব-অপরাধের পথকে আমাদের সর্ব্বরকম পরিত্যাগ করে চলতে হবে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃততে একথা ব্যাখ্যা করে বলেছেন,

**যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতিমাথা।**
**উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি যায় পাতা।।**

### বক্তার আন্তরিক প্রার্থনা

হাতি তার মাথা ও শুঁড় দিয়ে গাছপালা উপড়ে ছিঁড়ে ফেলে তাদের ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে। বৈষ্ণব-অপরাধ হল সেইরকম হাতির মাথার মত। তা ভক্তিলতাকে ছিঁড়েখুঁড়ে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। সেই সময় হৃদয় ভক্তিশূন্য হয়ে যায় আর তা আবার মায়ায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। বৈষ্ণব-অপরাধ ছাড়া ভক্তিপথে আর কোন বিঘ্ন আসতে পারে না। আপনাদের সকলের কাছে আমার আন্তরিক প্রার্থনা হল এই যে আপনারা সবাই আমায় আশীর্ব্বদ করুন যে আমি যেন বৈষ্ণব-অপরাধ করার বিপদ থেকে দূরে থাকি।

**('ভক্তিকল্পবৃক্ষ'— জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ)**

### ১০। আত্মনিবেদনে সেবানিষ্ঠ জীবন

ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান এইরকমের শিক্ষা দিয়েছেন। প্রধান কথা হল যে তুমি নিজেকে তাঁর কাছে নিবেদন কর। তাঁকে বহুদূরে কোন সিংহাসনে বসিয়ে দূর থেকে কখনও কখনও কিছু নিবেদন করাটা কোন কথা নয়। তিনি তো সর্ব্বদা তোমার হৃদয়েই আছেন। তিনি তোমার মন্দিরে আবির্ভূত হন— তিনি সমস্ত জীবের মধ্যেও বাস করছেন। তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বত্র বসা করছেন (বাসুদেবঃ সর্ব্বমতি)। এইটা জানলেই তুমি জানবে তাঁর জন্যে তোমার কিসের প্রয়োজন আছে। তা হল ভক্তি ও সেবা— পারমার্থিক

জগতে যারা ক্রীতদাস তারা যে সেবা চায়। 'ভক্তি'— এই সংস্কৃত শব্দটা এসেছে 'ভজ্' ধাতুর মূল অর্থ হচ্ছে সেবা। সুতরাং আমরা সেই সেবাপরিপূর্ণ জগতে বাস করতে চাই।

**('ভক্তিকল্পবৃক্ষ'— জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ)**

১১। কৃষ্ণের কাছে নিয়মকানুনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। নিয়মকানুনের প্রশ্ন কখনও তাঁর চিন্তাতেও আসে না। এই লীলায় তাঁর স্বাধীনতা হল সর্ব্বোচ্চ, আর সেখানে প্রেম, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্যের পরম বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

সুতরাং কৃষ্ণলোক হল কৃষ্ণের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ দিব্যলীলার স্থান। সেখানে চিন্ময় সম্বন্ধের যে মুখ্য রস— দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আর মধুর— তাদের কেন্দ্র করে তাঁর সর্ব্বোত্তম লীলাকল্লোল বারিধির তরঙ্গ চলেছে।

অতএব আপনারা নিষ্কপট ভাবে হরিনাম করলে সেই তরঙ্গে নিজেদেরকেও মিশিয়ে দিতে পারবেন এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

**('ভক্তিকল্পবৃক্ষ'— জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ)**

১২। **হরের্নামৈব কেবলম্**

আজকে এই সময়টুকু দেওয়ার জন্যে আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের সকলের ইচ্ছায়, আপনাদের সকলের কৃপায় আমি আজ এখানে এসেছি, তাই আমার নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য আপনাদের কিছু প্রতিদান দেওয়ার। আপনারা দয়া করে সকলে একসঙ্গে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করে যান আর তার থেকেই সমস্ত পারমার্থিক জ্ঞান আপনাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হবে। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই এখনকার যুগধর্ম্ম। আপনারা যদি আনন্দের সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন চালিয়ে যান, তবে শ্রীভগবান যিনি আপনাদের হৃদয়েই আছেন তিনি কৃপা করে নিজেকে আপনাদের কাছে প্রকাশিত করবেন, কারণ শ্রীভগবান ও তাঁর শ্রীনাম অভিন্ন।

**নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।**
**পূর্ণঃশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।।**

**(পদ্মপুরাণ)**

**'কৃষ্ণনাম' চিন্তামণি-স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ চৈতন্য-রসবিগ্রহ, পূর্ণ মায়াতীত,**

নিত্যমুক্ত। কেননা, নাম-নামীতে ভেদ নেই।

তাই আজ শ্রীভগবানের কৃপায় আমরা সেই নাম সঙ্কীর্ত্তনের সুযোগ পেয়েছি এবং এখন আজকের এই সভার শুভ উপসংহারে আমরা তাই করব।

**('ভক্তিকল্পবৃক্ষ'— জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ)**

**১৩। আনুগত্যে ভজন**

ভগবানের নাম-রূপ-গুণ লীলা পরিকর বৈশিষ্ঠ্য সম্পূর্ণ ভগবান থেকে অভিন্ন। ভগবান নিজে বা একান্ত নিজ জন ছাড়া কেহ প্রদান করতে সমর্থ নহে। গুরু হ'তে হ'লে আগে শিষ্য হ'তে হয়। শিষ্য মানে যিনি সদ্গুরুর আশ্রয়ে থেকে তাঁর আনুগত্যে এবং শাসন মেনে সেবা করা। মনের খেয়াল-খুশি মতো ভজনের অভিনয়কে ভজন বলে না। শ্রীল গুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীগুরু বৈষ্ণবের সেবা করার নাম হলো ভজন। শ্রীহরিনাম গোলক বৃন্দাবনের সম্পদ। শ্রীহরিনাম চেতন বস্তু। ইহা গুরু পরম্পরার মাধ্যমে আসে। শ্রীগুরুদেব মনোনীত ও স্থলাভিষিক্ত গুরুর নিকট হ'তে শ্রীহরিনাম দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। স্বঘোষিত কোন গুরু নামধারীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে উভয়েই ঘোর নরকে পতিত হয়।

**— শ্রীল ভক্তি নির্মল আচার্য্য মহারাজ**

**১৪। গুরু সেবার জন্য অপরাধ স্বীকার করা উচিত। কিন্তু নিজের ভোগের জন্য অপরাধের কিঞ্চিত মাত্র করা উচিত নহে।**

শ্রীল গুরুদেব যা আদেশ করেন তাতে কোন দ্বিধা না রেখে তাহা পালন করা উচিত। এতে যদি আপনি মনে করেন কিছু অপরাধ হচ্ছে তবুও স্বীকার করা উচিত। আপনারা জানেন যে, ব্রজের গোপীগণ নির্দ্বিধায় কৃষ্ণের জন্য পদধূলি দিয়েছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ প্রভুর সেবার জন্য তাঁকে ডিঙিয়ে যেতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। কিন্তু গোবিন্দ নিজের প্রসাদ বা বিশ্রামের জন্য শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে ডিঙিয়ে আসেন নি।

**— শ্রীল ভক্তি নির্মল আচার্য্য মহারাজ**

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"কৃষ্ণসহ কৃষ্ণনাম অভিন্ন জানিয়া।
অপ্রাকৃত একমাত্র সাধন মানিয়া।।
যেই নাম লয়, নামে দীক্ষিত হইয়া।
আদর করিবে মনে স্বগোষ্ঠী জানিয়া।।
কৃষ্ণনাম, রূপ, গুণ, লীলা চতুষ্টয়।
গুরুমুখে শুনিলেই কীর্ত্তন উদয়।।
কীর্ত্তিত হইলে ক্রমে স্মরণাঙ্গ পায়।
কীর্ত্তন স্মরণকালে ক্রম-পথে ধায়।।"

— *শ্রীল রূপ গোস্বামী*

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ইহ সংসারে ভ্রমণশীল জীবগণের 'কৃষ্ণনাম' সংকীর্ত্তন অপেক্ষা পরম লাভ জনক অন্য কিছুই নাই, যেহেতু নাম সংকীর্ত্তন হইতেই পরম শান্তি লাভ হয় এবং সংসার দুঃখ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

*(শ্রীমদ্‌ভাগবত- ১১/৫/৩৭*

'নাম সংকীর্ত্তন' ব্যতীত অন্য কোন সাধন প্রয়োজন নাই। অন্য সকল বস্তুই অনায়াসে আসিয়অ জুটিবে। লেখাপড়া ও পাণ্ডিত্যের শেষকথা 'শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন'। সকলের একমাত্র প্রভু 'কৃষ্ণ' এবং আমি সকলের দাস ও সেবক, এই কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

*(শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ)*

মুদ্রণে ঃ **পোড়ামা প্রেস**, রাণীরচড়া, নবদ্বীপ, নদীয়া। ফোন- (০৩৪৭২) ২৪০০৪০